২১-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যদি একটুও গাফিলতি করো তাহলে মায়া এমনভাবে গিলে নেবে যার ফলে ঈশ্বরীয় সঙ্গের থেকেও দূরে চলে যাবে। তাই নিজেকে সামলাও এবং সজাগ থাক।"

প্রশ্নঃ- এই ঈশ্বরীয় ক্লাসে বসার জন্য কি নিয়ম রয়েছে?

উত্তরঃ- এই ক্লাসে সে-ই বসতে পারবে যে বাবাকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে। এখানে যারা বসবে তারা যেন অব্যভিচারী (কেবল একজনকেই) স্মরণ করে। যদি এখানে বসে অন্য কাউকে স্মরণ করতে থাকে তাহলে তারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়। এটাও অনেক বড় ডিস-সার্ভিস। এখানকার নিয়ম-কানুন এত কড়া হওয়ার জন্য তোমাদের বৃদ্ধি কম হয়।

প্রশ্নঃ- কোন্ বিষয়ের দ্বারা বাচ্চাদের অবস্থা জানতে পারা যায়?

উত্তরঃ- এই রোগী-ভোগী দুনিয়াতে কখনো কোনো পেপার (পরীক্ষা) আসলে যদি কাঁদতে থাকে তাহলে তার অবস্থা জানতে পারা যায়। তোমাদের কাঁদতে মানা আছে।

গীতঃ- দর্পণে আপন মুখ দেখ রে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। 'প্রাণী' অথবা 'আত্মা' - এই কথাটা কে বলল? বলা হয় যে এর প্রাণ বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ আত্মা বেরিয়ে গেছে, তাই না? অতএব, আত্মাকে প্রাণ বলা যাবে না কি শরীরকে। বাবা আত্মাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন - তোমরা পাপ-আত্মা না কি পূণ্য-আত্মা? সকলেই নিজেকে পতিত মনে করে। তাই বাবা বলেন, নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে জিজ্ঞেস কর যে আমি কি কি পাপ করেছি? কখন করেছি? সকলেই তো পাপ-আত্মা, তাই না? কিন্তু তার মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে। তাহলে ক্রমানুসারে পূণ্য-আত্মা কারা? এবং নম্বর ওয়ান পাপ-আত্মা কে? ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। আজ সকল মানুষই মায়ার দাস হয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প মায়ার দাস থাকে এবং তারপর মায়াকে দাসী বানায়। তখন তাদেরকে পূণ্য-আত্মা বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। ওরা এখন কোথায়? সত্যযুগে তো কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল না, তাদের পুরো রাজবংশও ছিল। ওই সময়ের ভারতকে পবিত্র বলা হয়। ওখানে দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষেরা ছিল। সর্বগুণ সম্পন্ন এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হয়... তাহলে তারা নিশ্চয়ই পূণ্য-আত্মা ছিল। আবার এটাও বলে যে অহিংসা পরম ধর্ম। তাহলে ওরা অহিংসকও ছিল। হিংসার দুটো অর্থ হয়। হিংসা মানে কাউকে আঘাত করা বা মারা। আঘাত দুই ধরনের হয় - একটা হল কাম-কাটারীর দ্বারা আঘাত করা এবং আরেকটা হল ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে মারা। এটাও হিংসা। এখন সকলেই পাপ-আত্মা। তাই মানুষ বলে- আমি হলাম গুণহীন, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে। কিন্তু সকলেই তো পাপ-আত্মা। তাই যখন বাবা আসেন তখন বাবাকে চিনে নিতে হবে। তাঁকে পরমপিতা বলা হয়। তাঁর কোনো পিতা নেই, তিনিই হলেন সকলের পিতা এবং শিক্ষক। পরমপিতা, যিনি পরমধামে থাকেন, তাঁর কোনো বাবা নেই। এছাড়া সকলের-ই বাবা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও বাবা আছে। শিবায় নমঃ বলা হয়। তাই তিনি হলেন বাবা। বাবা পুনর্জন্ম নেন না। কিন্তু তিনি কল্পে একবার জন্ম নেন। শিব জয়ন্তী বলা হয় - তাহলে নিশ্চয়ই জন্ম হয়েছিল।

শাস্ত্রবিদ্-রা জানেনা যে শিববাবা কিভাবে জন্ম নেন। ওরা তো শিবরাত্রি বলে। কিন্তু কোন্ রাত্রি? রাত্রিবেলা মানুষ অন্ধকারে ধাক্কা খায়। ভক্তিমার্গেও গঙ্গাস্নান, চারধামের যাত্রা ইত্যাদি করতে বলে। এগুলোই তো ধাক্কা খাওয়া, তাই না? এখন রাত্রিবেলা। সত্য এবং ত্রেতাযুগ হল দিন। সত্যযুগে সুখ থাকে, তাই পরমাত্মাকে স্মরণ করার দরকার হয় না। বলা হয়- দুঃখের সময়ে সবাই স্মরণ করে। যেহেতু ভক্তরা বাবার নাম জপ করে, সাধনা করে তাই তারা নিশ্চয়ই পতিত হয়ে গেছে। ভারতকেই পতিত বলা হবে, কারণ ভারতই পবিত্র ছিল। যখন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন পবিত্র আত্মারা ছিল। সত্যযুগে অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। অন্যান্য ধর্মের পতিত আত্মারা শাস্তি খেয়ে পরমধামে থাকে। ওরা সত্যযুগে আসে না। সত্যযুগে সুখ-শান্তি-সম্পত্তি সবকিছু ছিল। ওখানে তো কেবলই প্রাপ্তি। এখানে তোমরা বাচ্চারা সবাই একমত। দুনিয়ায় তো একটা ঘরেই অনেক মতামত। বাবা হয়তো গণেশের পূজা করে আর বাচ্চা হনুমানের পূজা করে। এখানে বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এমনিতে তো যাকে খুশি বাবা বলে দেয়। গান্ধীজিও বাপু ছিল। কিন্তু সে তো সকলের বাবা ছিল না। ইনিই হলেন বেহদের বাবা। বাবা এসে আমাদেরকে এই শৃঙ্খল (বন্ধন) থেকে মুক্ত করেন। ভক্তিও এক প্রকার বন্ধন। কেউ তো এটা বোঝেই না যে আমরা পতিত। কেবল বাবাই পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তোমরা কেবল সত্য বাবাকেই মানো। অন্যান্য সৎসঙ্গে গেলে কেউ বারণ করে না। কিন্তু এখানে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়। যতদিন বাবাকে না চিনছে ততদিন ক্লাসে বসতে পারবে না। কারণ স্মরণ না করলে যোগ্যও হবে না। মায়া অযোগ্য বানিয়ে দেয়। মানুষ বলে - আমি হলাম গুণহীন, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। এইসব গান গায়। সকলেই পতিত হয়ে গেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও গালি দেয়। ওরা নিজেরা যেমন, সমগ্র সৃষ্টিকেও সেইরকম চোখে দেখে। যদি এখানে বসেও অন্য কাউকে স্মরণ করে তাহলে তাকে ব্যভিচারী স্মরণ বলা হবে। হয়তো যথাযথ ভাবে স্মরণ করা যায় না কারণ মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়। তবুও বাবা তোমাদেরকে বুদ্ধিযোগ লাগানো শেখান। অন্তিমে তোমাদের স্মরণ স্থায়ী হয়ে যাবে। অন্তিম কালের জন্যই গায়ন আছে - অতীন্দ্রিয় সুখের ব্যাপারে জানতে হলে গোপ-গোপিদেরকে জিজ্ঞেস কর। এই সংস্থার বৃদ্ধি হয় না কারণ এখানকার নিয়ম-কানুন খুব কড়া। যতক্ষণ না বাবাকে চিনছে ততক্ষণ ক্লাসে বসতে পারবে না। কারণ এখানে বসে কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে। কেউই সত্যভূমির মালিক বানাতে পারে না। বাবার দ্বারা তোমরা সত্যভূমির মালিক হচ্ছ। এটা তো মিথ্যার ভূমি। বলা হয় - মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া... অর্ধেক কল্প এইভাবেই চলে। বাবা যদি জ্ঞানমার্গে চলে আসে তাহলে রচনাদেরকেও পবিত্র বানাতে হবে। সন্তান যদি পবিত্র না হয় তাহলে অযোগ্য সন্তান বলা হবে। ঘরে যদি একজন পবিত্র হয় কিন্তু অন্যজন না হয় তাহলে ঝগড়া হয় এবং তার ফলে মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এখানে যখন শোনে তখন আচ্ছা-আচ্ছা করে, কিন্তু বাইরে গেলে যেই কে সেই হয়ে যায়। অনেকে ভাবে যে সন্ন্যাসীরা তো বলে গৃহস্থে থেকে পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে আমরা কিভাবে পবিত্র থাকব। কিন্তু এখানে তো প্রতিজ্ঞা করতে হয়। বাচ্চারাও বলে- আমরা পবিত্র হব। অর্ধেক কল্প ধরে আমরা আহ্বান করেছি- হে সদগতিদাতা, তুমি এসো। এখন তিনি এসেছেন। তাই এখন তাঁর কথা মানবে না কি অন্য কারোর কথা মানবে! বাবা বলেন, যদি না মানো তাহলে সত্যযুগে কিভাবে যাবে? বাবার বাচ্চা না হলে তাকে অযোগ্য বলা হবে। সে এখানে টিকতে পারবে না। তার পক্ষে এখানে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে। তখন তো হাঁস আর সারসের মতো হয়ে যাবে। তাই একসাথে কিভাবে থাকবে? কোথাও যদি স্ত্রী পবিত্র হয় কিন্তু স্বামী না হয় তাহলে স্ত্রী চিৎকার করে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমাদেরকে সহ্য করতে হবে। ঠিক আছে, তুমি গিয়ে কাজ করো, বাসন মাজ। কেবল এক টুকরো রুটিই তো প্রয়োজন। বিকারে যাওয়ার

থেকে তো বাসন মাজা ভালো। কন্যাদেরকে লৌকিক বাবাও সম্পত্তি দেয় না। সেও বলবে- বিকারে যাওয়ার জন্যই আমি ওর সাথে তোমার হাত বেঁধেছিলাম। কিন্তু পারলৌকিক বাবা বলেন, দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। ৫ বিকারের দান দিলেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে, চাঁদের মতো ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এখন নো কলা। এখন তো সকলেই পতিত। এমনিতে সবাই বলে যে আমরা হলাম পতিত। কিন্তু তাদেরকে যখন বলা হয় যে আমরা হলাম নরকবাসী, তখন তারা মানে না। এইসময়ে রাজা-প্রজা সকলেই পতিত। সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী। ওখানে কেউ কাঁদে না। তাই এখানেও তোমাদের কাঁদা বারণ। কান্না করার অর্থ হল অবস্থা দুর্বল। যেখানে বাবা ২১ জন্মের বাদশাহী দিচ্ছেন সেখানে কান্নাকাটির কি দরকার। কিন্তু এই কথাটা ভুলে যাও। এই দুনিয়াটা হল রোগী এবং ভোগী দুনিয়া। সত্যযুগ হল নিরোগী এবং যোগী দুনিয়া। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ না করলে ডিস-সার্ভিস কর, কারণ বাতাবরণকে খারাপ কর। এখানে তো সবাই পতিত, আর পতিত ব্যক্তিকে দান করলে কখনো পবিত্র হওয়া যায় না। পতিত ব্যক্তিকে কিছু দিলে সে ওটা দিয়ে পতিত কাজ-ই করবে। এখানে পতিতদের সাথে পতিতদের যোগাযোগ। ওখানে পবিত্রদের সাথে পবিত্রদের যোগাযোগ। ব্যভিচারী কথাটা তো খারাপ, তাই না? শুরুতে ভক্তিও অব্যভিচারী ছিল। কেবল শিবেরই পূজা করত। তারপরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হয়। পরবর্তীকালের এই ভক্তিকে রজোগুণী ভক্তি বলা হয়। এখন তো মানুষেরই পূজা করতে শুরু করেছে। সন্ন্যাসীদের পা ধুয়ে জল খায়। মানুষের পূজাকে ভূত-পূজা বলা হয়। অর্থাৎ পাঁচ তত্ব দিয়ে তৈরি শরীরের পূজা। কিছুই বোঝে না। তাই জন্যই বলা হয় অন্ধের সন্তানও অন্ধ হয়। তোমরা এমন একজনের সন্তান যিনি দেখতে সক্ষম। তাই তোমরাও দেখতে সক্ষম। ওরা তো অন্ধকারে ধাক্কা খাচ্ছে। ওরা বলে- গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর... -এটাও ভুল কথা। বিষ্ণু তো সত্যযুগে থাকবে, নিজের প্রাপ্তি ভোগ করবে। আর ব্রহ্মা তো তখনই গুরু হয় যখন বাবা এই শরীরে আসেন। বাবা যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ এও কোনো কাজের নয়। বেহদের বাবা বলেন, যে আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে সে-ই হল আমার সুযোগ্য সন্তান। সরকার যেমন নির্দেশিকা জারি করে, সেইরকম এই পাণ্ডব গভর্নমেন্টও নির্দেশিকা জারি করেছে যে পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। তাই বাবা বলছেন, দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে কেবল আমাকেই স্মরণ কর। তিনি এই শরীরের সাথে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করিয়ে আত্মার সাথে পরমাত্মার বৈবাহিক সম্পর্ক পাকা করেন। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করতে হবে। একজন মোহজিৎ ব্যক্তির গল্প আছে। তোমাদেরকেও ঐরকম মোহজিৎ হতে হবে। এটা হল যুদ্ধের ময়দান। এই যুদ্ধে সামান্যতম গাফিলতি করলেও মায়া গিলে নেবে। গল্পে আছে, হাতিকে একটা কুমির ধরে নিয়েছিল। বাস্তবে এইরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি যে হাতি জলে গেছিল আর তাকে কুমির ধরেছিল। এটা তো এখানেরই ঘটনা। অনেক ভাল ভাল মহারথী আছে যারা অনেকজনকে বোঝায়, সেন্টারও সামলায়। কিন্তু তারাও যদি একটু গাফিলতি করে তাহলে মায়া গিলে নেয়। এমনভাবে গিলে নেয় যে বাবার সঙ্গের থেকেই দূরে নিয়ে চলে যায়। তখন আবার পুরাতন দুনিয়ায় চলে যায়। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কারণ এটা হল মায়ার সাথে বক্সিং। এইসব খুবই বোঝার বিষয়। কেবল 'ঠিক-ঠিক' বলার বিষয় নয়। ভক্তিমার্গে সবকিছুতেই 'ঠিক-ঠিক' করতে থাকে। নাক থেকে অমুক দেবতার জন্ম হয়েছিল - এটাও ঠিক, পবন (বায়ু) থেকে হনুমানের জন্ম হয়েছিল - এটাও সত্য! এইসব ভক্তিমার্গের ব্যাপার। এখানে তো জ্ঞান দেওয়া হয় যেগুলো ধারণ করতে হবে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। যদি বাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও কোনো পাপ কাজ করো তাহলে আরও একশ'গুণ শাস্তি পেতে হবে। তাই বাবা খুব সাবধান করছেন। দেখ, এখন তো বাপদাদা সামনে বসে পড়াচ্ছেন।

এ তো এইরকম বলবে না যে 'হে ভগবান'। ব্রহ্মা হল শিববাবার সন্তান। তারপর ব্রহ্মাই বিষ্ণু হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) চাঁদের মতো ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ৫ বিকারকে সম্পূর্ণ দান করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) বাবার বাচ্চা হওয়ার পর কোনো পাপ কাজ করা উচিৎ নয়। শরীরের প্রতিও মমত্ব ত্যাগ করে মোহজিৎ হতে হবে।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে অভিনন্দনের পালনা দ্বারা সর্বদা উন্নতি করতে থাকা কোটি-কোটি গুণ ভাগ্যবান হও।

ব্রাহ্মণ জীবনে বিশেষ খুশিতে পরিপূর্ণ অভিনন্দনের দ্বারাই সকল ব্রাহ্মণ উন্নতি করছে। ব্রাহ্মণ জীবনে পালনার আধার হল অভিনন্দন। বাবা রূপে সব সময় অভিনন্দন দিচ্ছেন, শিক্ষক রূপে সর্বদা সাবাশ-সাবাশ বলে পাস উইথ অনার বানাচ্ছেন এবং সদগুরু রূপে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কর্মের আশীর্বাদ সহজ এবং খুশিতে পরিপূর্ণ জীবনের অনুভব করাচ্ছে। তাই ভাগ্যবিধাতা ভগবানের সন্তান অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাগ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য তোমরা হলে কোটি-কোটি গুণ ভাগ্যবান।

স্লোগান:- সত্যিকারের সেবা দ্বারা যে সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে, সে-ই হল ভাগ্যবান।